পাঠ ৭ ঃ জীবন সংরক্ষণ আর এর নিরাপত্তা বিধান

শিখনফল	ঃ পাঠশেষে আশা করা হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা সক্ষম হবে ঃ
শিক্ষা	ঃ মূল্যবোধসমূহ স্থির করতে, যেগুলি জীবনকে রক্ষা আর এর নিরাপত্তা বিধান করে আর পঞ্চম আজ্ঞা পূরণে সহায়তা করে।
নীতি	ঃ জীবনমুখী নানা কার্যক্রম সমর্থন করতে আর জীবনবিরুদ্ধ যে-কোন ধরনের লঙ্ঘন/হুমকিকে প্রত্যাখ্যান করতে।
প্রার্থনা	ঃ নিষ্পাপ, শিশু-কিশোর, যুবসমাজ আর বয়স্কদের জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা বলতে।

পাঠ-পর্যালোচনা

ক। প্রস্তুতি

ক্লাসে সঙ্গে করে এমন কিছু জিনিষ আনুন (যেমন ঃ পোস্টার, ক্ষুদ্র পুস্তিকা, একটি সাময়িকী), যেগুলি জীবনের বিস্তার ও জীবন-বিরুদ্ধ কর্মতৎপরতার পক্ষে সক্রিয় প্রচারণা চালায়। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের বিস্তার সংক্রান্ত কিছু সংলাপ বা শ্লোগান বোর্ডে লিখতে বলুন। বোর্ডে আরও লিখতে বলুন বিভিন্ন সিনেমা বা টিভি অনুষ্ঠানের নাম যেগুলি মানব জীবনের উপর সহিংস কর্মকাণ্ড বা একে সরাসরি আক্রমণকে উস্‌কে দেয়।

মানব জীবনের এ সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপলব্ধি, প্রতিক্রিয়া আর অনুভূতি যতটা পারা যায় জেনে নিন বা সংগ্রহ করুন।

জিজ্ঞেস করুন ঃ এ সকল বেদনাবিধুর বাস্তবতায় তোমরা কতটা প্রভাবান্বিত ?

বলুন ঃ কিছু বছর আগে ফিলিপাইনের বিশপগণ এক পালকীয় পত্রে উল্লেখ করেছেন একটি অদ্ভুত আপাত:বিরোধী সত্য (অর্থাৎ কতগুলো বাস্তবতা যেগুলো একটি অপরটির বিরোধী বা পরিপন্থী বলেই মনে হয়), যা নজর কাড়ে।

"আমরা ফিলিপিনোরা জীবনকে গুরুত্ব দিই। আমরা জীবনকে শ্রদ্ধা করি। তাহলে, জীবনের প্রতি আমাদের যদি এতই উচ্চ সম্মানবোধ, আমাদের মাঝে জীবনের প্রতি এ সস্তা আচরণ বা ব্যবহারই বা কেন ? কেন একে গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া হয় না যখন আমরা দাবি করি একটি জাতি হিসেবে আমরা এর বৃদ্ধি ঘটাচ্ছি বা একে

এগিয়ে নিচ্ছি ?...এটা কী রকম যে, একটি দেশে, যে দেশ সমৃদ্ধ খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করে, সেই দেশে জীবন অত্যন্ত সস্তা ?" (Let There Be Light, 1984)।

বিশপগণের এ পালকীয় পত্রে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ব্যাপক অভাবের সুনির্দিষ্ট নানা উদাহরণেরও উল্লেখ রয়েছে ঃ গুপ্ত হত্যা, অগ্নিসংযোগ, দেউলিয়াকরণ আর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বা উদ্দেশ্য হাসিলে সকল প্রকার হত্যাকাণ্ড। তাদের মতে এগুলি "পীড়াদায়ক" ঘটনা, আমরা খ্রীষ্টানরা মেনে নিতে পারি না। মানব হত্যা নীতিসম্মত নয় কেননা রাজনৈতিক বিশ্বাস আমাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে ভিন্ন।

এছাড়াও অসংখ্য বাংলাদেশীর জীবনে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অপহরণ আর নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

আমরা আরও উল্লেখ করতে পারি বিশ্বজুড়ে মানব-জীবনের উপর আক্রমণের কথা। একক আর পৃথক পৃথক পর্যায়ে লক্ষ্য যায় গর্ভপাত, আত্মহত্যা, যন্ত্রণামুক্তির উদ্দেশ্যে করুণা-মৃত্যু (যন্ত্রণাহীন মৃত্যু), মাদকাসক্তি আর কলঙ্কারোপ। সামাজিক পর্যায়ের দিক থেকে পরিবেশ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ আর অস্ত্র প্রতিযোগিতা অসংখ্য মানব জীবনের ধর্মকে বিপন্ন করে তোলে।

খ। উপস্থাপন

জিজ্ঞেস করুন ঃ মানব-জীবনের মূল মালিকানা কে দাবি করতে পারেন ?
(একমাত্র ঈশ্বরই)

বলুন ঃ হ্যাঁ, একমাত্র ঈশ্বরই মানব-জীবনের মূল দাবিদার। কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা। আমাদের হৃদয়-আত্মায় পাপ প্রবেশ করলে আমরা ঈশ্বরকে তুচ্ছজ্ঞান করি, আমরা জীবনকে আমাদের হেফাজতে নিতে চাই, যেন এটা আমাদের নিজস্ব সম্পদ। আর জীবনকে নিয়ে আমরা আমাদের খুশিমত যে-কোন কিছু করতে পারি। যেহেতু সৃষ্টির সবকিছুর উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা অনেক সময় এ কথা ভুলে যাই যে, আমরা মাত্র আহূত হয়েছি সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য, এর মালিক হতে নয়। যা কখনো আমাদের নয় তার অধিকারী আমরা কিভাবে হতে পারি ? জীবন হল ঈশ্বরের একটি স্বাধীন দান, আমরা এটাকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারি, তবে আমাদের কোন অধিকার নেই একে শেষ বা ধ্বংস করে দেওয়ার। বরং আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি এর যত্ন নিতে।

এ কারণে, ঈশ্বর যিনি আমাদের দুর্বলতার কথা জানেন, আমাদের মনের অনুরাগ বোঝেন, তিনি আমাদের আদেশ করছেন জীবনের দান ও পবিত্রতাকে রক্ষাকল্পে "নরহত্যা করবে

না"। তিনিই জীবনের প্রভু ও দাতা, "তাঁরই আশ্রয়ে আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের চলাফেরা, আমাদের অস্তিত্ব পাওয়া" (শিষ্যচরিত ১৭;৮)।

গ। ঐশবাণী ঘোষণা

একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে আদিপুস্তক থেকে নেওয়া প্রথম শাস্ত্রপাঠটি পড়ার জন্য বলুন।

বলুন ঃ মানুষ বেঁচে থাকে, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহগুণে, যাঁর ফুৎকার সর্বক্ষণ তাকে চলাফেরা করায়। ফুৎকার আর আত্মা –এ শব্দ দুটি অর্থগত দিক থেকে অনেক কাছাকাছি। ঐশাত্মা মানুষকে ধারণ করে থাকেন। পবিত্র আত্মা যদি মানুষকে পরিত্যাগ করতেন, তাহলে ধূলিতেই ফিরে যেত সে। সবাই ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মা লাভ করে, যা একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে গঠিত করে।

সকলকে মনে মনে দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠটি পড়ার জন্য বলুন। পরে তারা মোটা হরফে লেখা শব্দগুলি জোরে জোরে আবৃত্তি করবে।

আমাদের মানব জীবনকে নিয়ে যীশুর ইচ্ছা কী ছিল ?

(যেন আমরা জীবন পাই, পর্যাপ্তভাবেই তা লাভ করি, এর সকল পূর্ণতা সহকারে)।

ঘ। খ্রীষ্টীয় শিক্ষা

১। মানব-জীবন পবিত্র

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ১ ক ও খ পড়তে দিন। পরে সকলে উল্লিখিত কাজগুলি করবে।

২। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ২ পড়তে দিন।

গভীরে যাই ঃ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মানব জীবনের ধর্মকে শ্রদ্ধা করার উপর গুরুত্বারোপ করে।

সকলের পক্ষে সমীচীন কোন রকম ব্যতয় ব্যতিরেকে প্রত্যেক প্রতিবেশীকে অপর একটি সত্তারূপে বিবেচনা করা আর জীবনকে এবং এমনসব মাধ্যমসমূহকে হিসেবের মধ্যে নেওয়া যেগুলি মর্যাদার সাথে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সম্মান করা তাদের জীবন ও মানব মর্যাদাকে, যাদের থেকে আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় মতাদর্শ থেকে ভিন্ন।

৩। জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ

বলুন ঃ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা আরও তুলে ধরে জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহের একটি সারসংক্ষেপ, যেমন ঃ খুন, গণহত্যা, গর্ভপাত, করুণা-মৃত্যু, ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা (*দ্র: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২২৬৮-৮৩*)। পাশাপাশি এ মহাসভা আরও তুলে ধরে মানব ব্যক্তির অখণ্ডতার বিরুদ্ধে লঙ্ঘনসমূহের কথা, যেমন ঃ অঙ্গচ্ছেদ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অবিহিত মানসিক চাপ। এটা আরও তালিকা প্রদান করে মানব মর্যাদার বিরুদ্ধে অপরাধসমূহের, যেমন ঃ মানবেতর জীবনযাপন ধারা, অযৌক্তিক কারাবন্ধন, দেশ থেকে বহি:ষ্কার, পতিতাবৃত্তি। এমনকি অমর্যাদাকর কাজের পরিবেশও মানব জীবনের ধর্মের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ হতে পারে যখন নারী ও পুরুষকে ব্যবহার করা হয় স্বাধীন আর দায়িত্ববান ব্যক্তি অপেক্ষা মুনাফার হাতিয়ার হিসেবে।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৩ ক পড়তে দিন।

সকলকে এ সকল অনাচারের নেতিবাচক ফলাফলের কথা বলতে দিন।

অবাধ-বল্গাহীন দলীয় সংঘাত, ধর্ষণ ইত্যাদিকে আমরা কী অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারি ?

গভীরে যাই ঃ যুবসমাজের অধিকাংশ, এমনকি বয়স্করা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে এ সকল অধর্ম-অনাচারের আশ্রয় নেয় প্রতিরক্ষা কৌশল হিসেবে। তারা জীবনের বেদনাদায়ক, কঠিন বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়, আর তাই তারা এই বিকল্প পথটি বেছে নেয়। তবে নেশা, ধূমপান, মাত্রাতিরিক্ত মদ পান সমস্যার সমাধান বয়ে আনে না বরং সমস্যাকে আরও রাশভারি করে তোলে। এগুলি শুধুমাত্র বয়ে আনে খণ্ডকালীন সুখ আর তৃপ্তি। আর যারা এগুলিকে প্রশয় দেয় তারা হারায় আত্মসম্মান, জীবনের অর্থ আর নির্দেশনা।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৩ খ পড়তে দিন। পরে তাদের দেখান গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির নানান ছবি। যদি আপনি মায়ের উদ্দেশে লেখা গর্ভপাত ঘটনা সন্তানের লেখা কোন চিঠি সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে এখানে তা ক্লাশের সকলকে পড়ে শোনাতে পারেন।

তাহলে, কিভাবে আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাত কিংবা গর্ভপাত এড়িয়ে চলতে পারি ?

(বিবাহ বর্হিভূত যৌনমিলন এড়িয়ে চলা, আত্মসংযম আর শৃঙ্খলা)

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৩ গ পড়তে দিন।

বলুন ঃ অনেক সিনেমায় এ জাতীয় অনেক ঘটনা দেখানো হয় ঃ ক্যান্সারের ন্যায়

প্রাণঘাতী ব্যাধি; অসুস্থ মানুষ কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে। বাস্তবে আমরা আরও সাক্ষী হই এ জাতীয় এমন নানান ঘটনার, যেমন ঃ আমাদের প্রিয়জনেরা কিভাবে আমাদের নিকট কাতর-মিনতি জানাচ্ছে আমরা যেন তাদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব ঘটাই অথবা কতই না হৃদয় বিদারক ঘটনা যখন আমরা প্রলোভিত হই তাদের ব্যথা বা যন্ত্রণা চিরতরে দূর করে দিতে। আমরা যেন কখনো অন্যের জীবন কেড়ে নেওয়ার প্রলোভনে না পড়ি, এমনকি দয়াপরবশ হলেও। এমন কাজ করার অধিকার আমাদের তো নেই।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৩ ঘ পড়তে দিন।

গভীরে যাই ঃ যাদের মধ্যে "আত্মহত্যার প্রবণতা" কাজ করে, তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ঈশ্বরের সঙ্গে একটি বলিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, যিনি হলেন বিপদকালে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়। হতাশ হওয়া আর আমরা যা-কিছু বিশ্বাস করি, তা নিমেষে ধ্বংস করে দিতে হতাশাকে সুযোগ দান করা কিন্তু অনেক সহজ। জাপান আর চীন দেশের মত এশিয়ার অনেক দেশে আত্মহত্যার প্রবণতার হার অনেক বেশী। এর কারণ জাপানীরা ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে, তারা জীবনকে টিকিয়ে রাখার আর কোন অর্থ খুঁজে পায় না। তারা মনে করে তারা অযোগ্য। তবে আমরা খ্রীষ্টানরা বিশেষ করে কাথলিকরা, আমরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা টুকরো টুকরো খণ্ডগুলো তুলে নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকার ব্যর্থতা আসে একমাত্র তখন যখন আমরা পতিত হই আর পতন থেকে কখনো উঠে দাঁড়াই না।

৪। জীবন সংরক্ষণ আর এর নিরাপত্তাবিধান

আমরা জীবনকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি ?

প্রথমত:, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, জীবন পবিত্র আর এর রয়েছে অপরিহার্য মূল্য। আর তাই আমাদের উচিত জীবনকে ভালবাসা।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৪ ক পড়তে দিন।

বলুন ঃ জীবনের নিরাপত্তাবিধানকারী হয়ে ওঠার জন্য প্রত্যেকে আহূত। আমাদের অস্বীকার করতে হবে সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনকে। আমাদের লড়াই করতে হবে, আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য আর অন্যদের জীবনেরে জন্য হুমকিস্বরূপ যত শক্তির বিরুদ্ধে।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৪ খ পড়তে দিন।

বলুন ঃ অনেক বিতর্কিত বিষয় আছে যেগুলির নৈতিক মূল্যবোধকে আজকের দিনে, বিশেষ করে আধুনিক চিন্তা-চেতনা, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির এই যুগে প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন

করা হয়ে থাকে।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৪ গ পড়তে দিন।

ঙ। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান

এ বিষয়ে প্রার্থনা করার জন্য তাদের আহ্বান জানান ঃ আজকের দিনে মানব জীবন ধর্মের বিস্তার ঘটানো।

চ। সম্পূরক কাজ

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জপূর্ণ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাঠ ৮ঃ নর-নারীর যৌন শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন

শিখনফল	ঃ পাঠশেষে আশা করা হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা সক্ষম হবে ঃ
শিক্ষা	ঃ নর-নারীর যৌনতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে, যা হৃদয়-মন-দেহ-আত্মার পবিত্রতার বৃদ্ধি ঘটায়।
নীতি	ঃ পারিবারিক মূল্যবোধগুলিকে রক্ষা করতে আর যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে।
প্রার্থনা	ঃ পরিবারে বিশ্বস্ততার জন্য এবং শুচিতার সদ্‌গুণের জন্য প্রার্থনা করতে।

পাঠ-পর্যালোচনা

ক। প্রস্তুতি

কাজ ঃ **টিভি বিজ্ঞাপন**

ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানান, টেলিভিশনে বা ডিশে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন দেখার জন্য আর যতগুলি পারা যায়, এগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য। তাদের আরও বলুন, এক একটি বিজ্ঞাপন কতবার দেখানো হয় তার হিসাব বিজ্ঞাপনের পাশে লেখার জন্য।

তাদের খাতায় নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করার জন্য বলুন ঃ

◆ যৌনতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শব্দগুলি হল ....

◆ যৌনতা বলতে বুঝায় ....

◆ অনেক টিভি বিজ্ঞাপন যৌনতাকে তুলে ধরে .... হিসেবে

◆ মানব যৌনতা পবিত্র, কারণ ....

◆ যৌনতার অপব্যবহার হয় যখন...

ক্লাশে কয়েকজন স্বত:প্রবৃত্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বলুন এ সংক্রান্ত তাদের উপলব্ধি তুলে ধরার জন্য ঃ যৌনতা, জীবনে এর প্রভাব, নানা রকম যৌন হয়রানি।

বলুন ঃ মূলত, যৌনতা বলতে বুঝায় ব্যক্তির লিঙ্গ, দশা অথবা নারী বা পুরুষ হওয়ার বৈশিষ্ট্য। শারীরিক, বৃত্তিগত আর মানসিক প্রভেদ এগুলিই নারী ও পুরুষের মধ্যে

পার্থক্যকে চিহ্নিত করে। যৌনতা বলতে শুধুমাত্র বুঝায় না যৌনমিলন বা যৌনক্রিয়া। কেননা এ ধরনে ভাবনা একটি প্রচলিত ভুল ধারণা। যৌনতা নির্দেশ করে একটি যৌন বৈশিষ্ট্য বা সম্ভাবনার অধিকারী হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে।

জিজ্ঞেস করুন ঃ **তোমাদের যৌনতার ব্যাপারে তোমাদের অনুভূতি কি রকম ?**
তোমাদের যৌন পরিচয়কে ঘিরে তোমাদের চিন্তা-ভাবনা কী ?

বলুন ঃ তোমাদের বয়ঃসন্ধির এ বছরগুলিতে, তোমাদের যৌনতার ব্যাপারে সতর্ক থাক। তোমাদের দৈহিক পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন থাক। আরও সচেতন থাক তোমাদের অনুভূতি বা আবেগসমূহকে বুঝতে কঠিন লাগার ব্যাপারে। অধিকন্তু, তোমাদের দেহ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকলে, তোমাদের বুঝতে সাহায্য করার জন্য বড়দের তোমরা জিজ্ঞেস কর। অনেক সময় যখন ভেবে কূল-কিনারা পাও না কিভাবে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, তখন সঠিক পরিচালনা ও নির্দেশনার সাহায্য নাও।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল, যেন তোমরা বুঝতে পার যে, অনুভূতি, তাগিদ আর তোমাদের মধ্যে ঘটা পরিবর্তন এগুলি সবই মঙ্গলকর। এগুলি তোমাদের মানবীয় বিকাশেরই অঙ্গ, একটি স্বাভাবিক ঘটনা, এ জন্য তোমাদের আতঙ্কিত হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

যৌন শিক্ষার জন্য শুধুমাত্র গণমাধ্যমেরই উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বাস্তবে, তরুণ প্রজন্মের উপর গণ-মাধ্যমের প্রভাব অধিক প্রবল হলেও, এটা অনেক সময় শিক্ষা দেয় খ্রীষ্টীয় নীতিমালার পরিপন্থি কিছু। এর আবেদনময়ী ফলাফলের কারণে গণমাধ্যম "যৌনতা"কে উপস্থাপন করে একটি বিপননযোগ্য পণ্য হিসেবে, সুখভোগের পণ্য হিসেবে। অতীতে যৌন আবেদনমূলক সবকিছু নিষিদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিকালে অপর একটি প্রধান ভাবনা হল পরমার্থবাদী সমাজে যৌন স্বাধীনতা। পরমার্থীবাদী হল যিনি এ ধারনা পোষণ করেন যে, সুখই হল মুখ্য বিষয়। আসলে, আজকে আমরা এমনকি নিরাপদ যৌনতারও কথা বলে থাকি।

খ। উপস্থাপন

বলুন ঃ Reader's Digest Reprint এর একটি রচনা থেকে নেওয়া এ অংশবিশেষটি মনোযোগ দিয়ে শোন। পরে তোমাদের প্রতিক্রিয়া বা মত ব্যক্ত কর।

"আমাদের সমাজ যৌনতায় সিক্ত সমাজ। সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত অবৈধ যৌন সম্পর্ক অনেক সমকালীন বই-পুস্তক ও সিনেমার বিরাট একটা স্থান দখল করে আছে। রগরগে যৌন আবেদনময়ী নানা ছবি অধিকাংশ বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়। যৌন শরীর বিজ্ঞান

বিষয়ক শিক্ষা আর উভয় লিঙ্গের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ এই বর্তমান প্রজন্মের মন থেকে মুছে ফেলেছে বিগত প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা নানা বিধি-নিষেধ আর দুশ্চিন্তা। গর্ভনিরোধের নতুন নতুন ও সহজ পদ্ধতি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ভয়কে দূরীভূত করেছে। এমতাবস্থায়, কেনই বা পবিত্র থাকা?"

জিজ্ঞেস করুন ঃ **যৌনতাকে ঘিরে আধুনিক সমাজের অবাধ স্বাধীনতার মনোভাবের মাঝে পবিত্রতাকে একটি সদ্‌গুণ হিসেবে রক্ষা তোমাদের নিকট কী কোন অর্থ বহন করে ?**

ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলার সুযোগ দিন। তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সংগ্রহ করুন। এ বিষয়কে ঘিরে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করতে দিন।

গ। ঐশবাণী ঘোষণ

পাঠের সাথে পরিচয় দান ঃ এস, আমরা ঈশ্বরের আদি পরিকল্পনা, যখন তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই তার দ্বারা আলোকিত হই। স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার লক্ষ্য নিয়ে আমরা যীশুর আদেশগুলি শ্রবণ করি।

ঘ। খ্রীষ্টীয় শিক্ষা

১। নর-নারীর যৌনতা ঃ একটি দান

বলুন ঃ মানুষকে তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি ক'রে এবং প্রতিনিয়ত তাকে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে ঈশ্বর নর ও নারীর মানবত্বের মধ্যে মুদ্রিত করে দিয়েছেন আহ্বান এবং এমনিভাবে ভালবাসা ও মিলনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২৩৩১)।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ১ ক পড়তে দিন।

গভীরে যাই ঃ যৌনতা দেহ আত্মার ঐক্যে গঠিত মানবব্যক্তির সকল দিকই প্রভাবান্বিত করে। বিশেষভাবে এটা আবেগ-অনুভূতির জীবন, ভালবাসা ও প্রজননের ক্ষমতা এবং আরো সাধারণভাবে দেখতে গেলে অন্য মানুষদের সঙ্গে মিলন-বন্ধন গড়ে তোলার মনোভাব ও আচরণকে স্পর্শ করে। নর ও নারীর প্রত্যেককেই নিজ নিজ যৌন পরিচিতিকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত (দ্র: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৩২-২৩৩৩)।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ১ খ পড়তে দিন।

পাঠশেষে ঐশবাণী ঘোষণায় মঙ্গলসমাচারের প্রথম অনুচ্ছেদটি আবারও পাঠ করার জন্য

তাদের বলুন।

গভীরে যাই ঃ দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পার্থক্য ও পরিপূরকতা দেওয়া হয়েছে বিবাহের মঙ্গলের জন্য এবং পারিবারিক জীবনের উন্নতির জন্য (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২৩৩৩)। বিবাহের গুণে নারী ও পুরুষের মিলন সকলকে একতার বন্ধনে আবদ্ধকারী সৃষ্টিকর্তার ভালবাসারই প্রতিফলন।

২। শুচিতার সদ্‌গুণ

সকলকে এ কাজটি করার জন্য বলুন। আপনি নীচের ১০টি বাক্য এক একটি করে পড়ুন, তবে তার আগে বলুন যদি বাক্যটির সাাথে তারা একমত, তাহলে তারা যেন উঠে দাঁড়ায়। আর যদি একমত না যেন বসেই থাকে।

(১) আমি আনন্দ পাই যখন আমি কোন দুঃসাহসিক সিনেমা দেখি।

(২) ছেলেদের নিকট, পাশ দিয়ে কোন যৌন আবেদনময়ী মেয়ের যাওয়ার সময় শিষ দেওয়াটা মজার।

(৩) বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে মেয়েদের বিকিকিনি পরিহিত অবস্থায় উপস্থাপন দোষের কিছু নয়।

(৪) তোমার প্রিয় বন্ধু বা বান্ধবীর বন্ধু বা বান্ধবীকে ভাল লাগার কারণে তাকে তোমার পাওয়ার বাসনা যুক্তিসম্মত।

(৫) আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শুধুমাত্র তারই হাতে সঁপে দেব যার সঙ্গে আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হব।

(৬) আমি এমনকি বিবাহ বহির্ভূত নিরাপদ যৌন মিলন সমর্থন করি।

(৭) পুরুষদের বহুগামিতা একটি স্বাভাবিক বিষয়।

(৮) আবেদনময়ী সিনেমা একজনকে চালিত করতে পারে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে।

(৯) আজকের দিনে শুচিতা বা পবিত্রতা একটি সেকেলে বিষয়, একটি প্রাচীন রীতি সর্বস্ব সদ্‌গুণ।

(১০) যৌন ঔৎসুক্য পূরণে আর সক্ষমতা যাচাইয়ে যৌন মিলনের চেষ্টা অন্যায় কিছু নয়।

বলুন ঃ আমাদের এই যুগ বা কাল যতই আধুনিক হোক না কেন, একটি সদ্‌গুণ হিসেবে শুচিতা বা পবিত্রতা কখনো সেকেলে হয় না। জীবনধারা আর ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন ঘটে

চলে। ফ্যাশন আর হুজুগ আসে আর যায়। কিন্তু, সদ্‌গুণ থেকেই যায়। সবাই বিশ্বাস করুক বা না করুক, মণ্ডলী একে স্বীকার করে সর্বযুগের, সর্বকালের একটি সদ্‌গুণ হিসেবে।

তাহলে শুচিতার প্রকৃত অর্থ কী ?

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ২ ক – ঘ পড়তে দিন।

৩। শুচিতার বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ

তাদের জানা মতে যুবসমাজ শুচিতার বিরুদ্ধে সচরাচর যেসব অন্যায় করে তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করে নিন।

বয়ঃপ্রাপ্তরা কি এ ব্যাপারে সচেতন যে, তারা শুচিতার বিরুদ্ধে যা করে, তা সত্যিকার অর্থে অপরাধ ?

যদি তারা জানে, তাহলে এসব অপরাধকর্ম করতে কী তাদের উৎসাহ যোগায় ? এ সকল অন্যায়কে প্রশয়দানের নেপথ্যে তাদের প্রেষণা আর কারণসমূহই-বা কী কী ?

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৩ পড়তে দিন। তাদের বলুন প্রতিটি অপরাধের একটি করে বাস্তব ঘটনা বা অবস্থা তুলে ধরতে।

৪। বিবাহের মর্যাদার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধসমূহ

জিজ্ঞেস করুন ঃ **তোমরা কি বিশ্বাস কর ব্যভিচার পরিবার ভাঙ্গনের কারণ হতে পারে ?**

তাদের বলুন কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাদের নিজেদের বাড়ির অভিজ্ঞতার আলোকে ডানদিকের পারিবারিক ছবির উপর চিন্তাধ্যান আর এর বিশ্লেষণ করতে।

ছবি ঃ (আমার সামনে থেকে এক্ষুণি দূর হও। তুমি কতটা নীচে নেমে গিয়েছ।)

আজকের দিনে পরিবারগুলোর সন্ধিক্ষণ তাদের তুলে ধরতে বলুন।

জিজ্ঞেস করুন ঃ ডির্ভোস বা বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী ?

গভীরে যাই ঃ নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের মুখেও মণ্ডলী আপোসহীনভাবে ব্যভিচার আর বিবাহ-বিচ্ছেদের নৈতিকতাকে অভিহিত করে বিবাহ সংস্কারের মর্যাদার বিপক্ষে অপরাধ হিসেবে। কেননা এগুলি ঈশ্বরের আদি পরিকল্পনার পরিপন্থী, যেকালে তিনি বিবাহের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৪ পড়তে দিন।

তাদের বলুন দম্পতিদের স্বকীয় জীবনে, ছেলেমেয়েদের জীবনে আর দেশ বা সমাজে ব্যভিচার আর বিবাহ-বিচ্ছেদের করুণ পরিণতিগুলো তুলে ধরতে।

৫। যৌনতার খাঁটি মূল্যবোধ রক্ষা

ক্লাশের অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রীকে ষষ্ঠ আজ্ঞাটি আর বাকি অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রীকে নবম আজ্ঞাটি উদাত্ত কণ্ঠে বলার জন্য বলুন।

সকলকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ৫ পড়তে দিন।

ঙ। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান

ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করুন তাদের নিজেদের পরিবার, বিশেষ করে তাদের পিতামাতা আর তাদের পরিচিতজনরা যেসব পারিবারিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাত্রা করছে তা স্মরণ করতে। এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটি হল একটি বিশেষ সময় যখন তারা প্রার্থনা করবে নিজেদের জন্য আর আজকের দিনের যুবসমাজের জন্য।

চ। সম্পূরক কাজ

প্রদত্ত কাজগুলির পাশাপাশি, পরিবারের কিছু কিছু সমস্যা সমাধানে তাদের পিতামাতার সঙ্গে আর পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যার সঙ্গে তারা সংলাপ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।
তাদের পক্ষে এমনটি উপলব্ধি করতে শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ যে, পারিবারিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ আর পরিবারে সুস্থিত অবস্থা ও বিশ্বস্ততা অটুট রাখার ক্ষেত্রে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা দায়িত্ব আছে। তারা অবশ্যই প্রথমে শিখবে শুচিতার পথ বেছে নিতে।